তৃতীয় অধ্যায় : প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর থেকে ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে কোম্পানির জারি করা নতুন রাজস্ব নীতি ও ভূমি রাজস্ব ব্যাবস্থা, রাজস্ব আদায়ের জন্য মহাজন ও ইজারাদারদের শোষণ-অত্যাচার, ভারতীয় সমাজের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণিকে ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল। উপরন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের বংশানুক্রমে জমির মালিকানা দিয়ে দিলে, নতুন জমিদারদের উৎপীড়নে কৃষকদের দুর্দশা চরমে ওঠে। বহু কৃষক জমি ও ভিটে মাটি হারিয়ে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার আইন করে আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এইসকল কারণে আদিবাসী ও কৃষক শ্রেণি ক্ষুব্ধ হয়ে সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান এবং বিপ্লব

উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে এই শব্দ সমষ্টির অর্থ জানতে হবে। **'বিদ্রোহ'** হলো কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা বদল করার জন্য বিরোধীদের সমষ্টিগত আন্দোলন। বিদ্রোহ হতে পারে একত্রিত বা ব্যাক্তিগত, অহিংস বা সশস্ত্র, দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি। বিদ্রোহ সফল হলে ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশা থাকে, বিফল হলেও আন্দোলনের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে পারে। ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'অভ্যুত্থান' হলো দেশের কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার বিপক্ষে একাংশের সশস্ত্র আন্দোলন। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের ডাকা সিপাহী বিদ্রোহ (মহাবিদ্রোহ)

বা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ভারতীয় নৌসেনাদের উদ্যোগে নৌবিদ্রোহ উল্লেখ্য।

সর্বশেষে **'বিপ্লব'** বলতে বোঝায় প্রচলিত ব্যাবস্থার দ্রুত ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন। যেমন- আঠারো শতকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের ফলে সেখানকার শিল্প ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে বা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবে ফ্রান্সের প্রাচীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়।

উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহ

উপজাতি অর্থাৎ আদিবাসী, যারা ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা। তাদের বাস অরণ্য বা পাহাড়ি এলাকায়। পাহাড়ের অনুর্বর পাথুরে জমিতে চাষ-আবাদ ও জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহ করেই তাদের জীবন চলত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা হলে তাদের জীবনে নেমে আসে চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ। এই শোষণের একটা কারণ ছিল অরণ্য আইন অপরটি ছিল ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা।

অরণ্য আইন

- ভারতের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস ছিল জঙ্গল বা পাহাড়ি এলাকায়। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তারা বনের কাঠ, ফল, মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদ আহরণ করে ও শিকার করে জীবিকা চালাত। কখনো বনভূমি পরিষ্কার করে অনুর্বর জমিতে ঝুম চাষ করত।
- কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন শহর, বন্দর, জাহাজ, রেলপথ তৈরির জন্য বনজ সম্পদের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ে। নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের অরণ্যের সম্পদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।
- তাদের ব্যাবহৃত জমিতে খাজনা বসে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'অরণ্য সনদ' এর মাধ্যমে অরণ্যের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। বনের কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের সংগ্রহের ওপর বিধিনিষেধ চাপায়।

- ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'বনবিভাগ' গঠন করে এবং ডায়াট্রিক ব্রান্ডিস নামক জার্মান ব্যাক্তিকে সেখানকার ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করে। পরের বছর 'ভারতীয় অরণ্য আইন' পাস করে অরণ্যকে সরকারিভাবে সংরক্ষিত করা হয়। ভারতীয়রা অরণ্যের ওপর সব অধিকার হারায়।
- ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'ফরেস্ট সার্ভিস' গঠন করে ও ১৮৭৮ এ দ্বিতীয় বারের জন্য 'ভারতীয় অরণ্য আইন' এর মাধ্যমে নিজেদের অধিকার বাড়িয়ে তোলে। ফলে অরণ্যের আদিবাসী সম্প্রদায় শত সহস্র বছর ধরে চলে আসা অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- তারা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আদিবাসীরা তাদের জীবিকা ছেড়ে চুরি-ডাকাতি করে, তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাত্রা করে।
- ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে কোল বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি ৩০-৪০ টি ছোট বড় উপজাতি বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহে অতিষ্ট সরকার ১৮৭১, ১৯১১ ও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনবার পৃথক 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস এক্ট' পাস করে বিদ্রোহীদের দমন করে।

রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩ খ্রি)

রংপুর বিদ্রোহের কারণ

- ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দেবী সিংহকে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর ও ইদ্রাকপুর পরগনার ইজারাদার হিসাবে নিযুক্ত করেন। দেবী সিংহ সেখানকার জমিদার ও জনগণের রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন।
- রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও কৃষকদের ওপর অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। দেবী সিংহ ও তার সহকারী হরেরামের শোষণ থেকে জমিদাররাও রেহাই পায় না। বহু জমিদার সরকারি খাজনা দিতে না পেরে জমিদারি হারায়।

রংপুর বিদ্রোহের বর্ণনা

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রংপুরের তেপাগ্রামে কৃষকরা মিলিত হয়ে 'স্বাধীন স্থানীয় সরকার' গঠন করে বিদ্রোহ শুরু করে। তারা নুরুলউদ্দিনকে নেতা ও দয়ারাম শীলকে সহকারী নেতা নির্বাচিত করে। রংপুর ছাড়াও কাজিরহাট, কাকিনা, ডিমলা সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহীরা কোনো প্রকার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে এবং দেবী সিংহের প্রাসাদ ধ্বংস করে। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের কালেক্টর গডল্যান্ড, সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করেন।

চুয়াড় বিদ্রোহ (দ্বিতীয় পর্যায়, ১৭৯৮-৯৯ খ্রি)

চুয়ার বিদ্রোহের কারণ

- চুয়াড় জনগোষ্ঠী ছিল বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুরের উত্তর:পশ্চিমে ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত জঙ্গলমহলের উপজাতি সম্প্রদায়।
- চাষবাস ও পশুশিকারের সাথে জড়িত থাকলেও যুদ্ধ ছিল তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই এরা সাধারণত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ধলভূমের স্থানীয় জমিদারদের অধীনে রক্ষী বা পাইকের কাজ করত। বিনিময়ে তারা যে নিস্কর জমির অধিকার পেত তা পাইকান জমি নামে পরিচিত।
- বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি কতৃপক্ষ এই অঞ্চলের জমিদারদের ওপর চড়া হারে ভূমি রাজস্ব ধার্য করে। এর বিরুদ্ধে জমিদাররা বিদ্রোহ করলে তাদের পাইক চুয়াড়রাও সক্রিয়ভাবে সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে যে বিদ্রোহ করে তা 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

চুয়াড় বিদ্রোহের বর্ণনা ও ফলাফল

- এই বিদ্রোহ প্রায় ৩০ বছর ধরে কয়েকটি পর্যায়ে চলেছিল। প্রথম পর্যায়ে ঘাটসিলায় ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিংহ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ও রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রথমে ব্রিটিশ বাহিনী এই বিদ্রোহ থামতে ব্যর্থ

হলেও পরবর্তীতে বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। শেষপর্যন্ত কোম্পানি সমঝোতা করে জমিদারি ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু বিদ্রোহী চুয়ারদের বসত জমি থেকে উচ্ছেদ ও পাইকের পেশা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

- এরপর ধাদকার শ্যামরঞ্জন বিদ্রোহ ঘোষণা করেও শেষে ব্যর্থ হন। চুয়ারদের দুর্দশা আরো বাড়ে এবং তাদের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবার বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকুড়ার রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সরকারি দপ্তরে আক্রমণ ও লুটতরাজ চালায়।
- মেদিনীপুরে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন রানী শিরোমনি। বিদ্রোহে তার অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'মেদিনীপুরের লক্ষীবাই' নামে পরিচিত। অচল সিং নামে অপর বিদ্রোহী নেতা গেরিলা কায়দায় বিদ্রোহ করে কোম্পানির বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে।
- ইংরেজ পুলিশবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে নির্মম অত্যাচার চালায়। শেষপর্যন্ত রানী শিরোমনি নিহত হলে বিদ্রোহ সমাপ্তি ঘটে।

চুয়াড় বিদ্রোহের বিশেষত্ব

বিদ্রোহ শেষ অবধি ব্যর্থ হলেও বিদ্রোহের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন-

1. বিদ্রোহীরা ছিল চুয়ার গোষ্ঠীর মানুষ। তারা ছিল সশস্ত্র উপজাতি সম্প্রদায়। যুদ্ধ করা ও অস্ত্রচালনা ছিল তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।
2. কোম্পানি বাহাদুর মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূমের স্থানীয় জমিদারদের ওপর করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, করদানে অসমর্থ হলে জমি কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে জমিদাররা বিদ্রোহ করে। যেহেতু চুয়াররা জমিদারদের অধীনে পাইকের কাজ করত, তাই মালিকের দুঃসময়ে তারাও জমিদারদের পক্ষে বিদ্রোহ শুরু করে।

3. চুয়ার বিদ্রোহ দুই পর্বে সংঘটিত হয়েছিল– প্রথমে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ও দ্বিতীয় বা শেষ পর্বে ১৭৯৮ থেকে ৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

চুয়াড় বিদ্রোহের ফলাফল

এই বিদ্রোহের কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হল -

1. জমিদার, কৃষক ও রক্ষীরা একত্রে বিদ্রোহ করেছিল। ফলে সরকারি চাপ থাকলেও জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ক মজবুত হয়।
2. সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের চুয়াড়রা একটা অন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কারণ সমাজের শিক্ষিত সমাজ আন্দোলন শুরু করতে সময় নেয় আরো কয়েক দশক।
3. সরকার শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করে। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া, বীরভূম ও ধলভূমের বনাঞ্চল নিয়ে 'জঙ্গলমহল' নামে একটি জেলা তৈরি হয়।

ভিল বিদ্রোহ (১৮১৯ খ্রি) :

ভিল বিদ্রোহের কারণ

- ভিল উপজাতি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্য একটি শাখা। এরা রাজস্থান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের খান্দেশ ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করত। সেখানকার পাথুরে জমি ছিল এদের কৃষিকাজের স্থান।
- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খান্দেশ দখল করলে সেখানকার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব আদায় করতে ভিলদের ওপর অনেক অত্যাচার শুরু হয়। ভিলরা তাই বহিরাগত ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এই বিদ্রোহ ভিল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

ভিল বিদ্রোহের বর্ণনা ও ফলাফল

- ১৮১৯ সালে ভিলদের এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার নেয়। মহারাষ্ট্রের নেতা ত্রিম্বকজির প্রেরণায় ভিলরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা ছিলেন সেওয়ারাম।
- ১৮১৯ এ ব্রিটিশ কতৃপক্ষ নমনীয় মনোভাব নিলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। রাজস্থান ও গুজরাটের পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কানওয়ার। ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের পর ভিল বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করলে নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২ খ্রি)

কোল বিদ্রোহের কারণ

- ব্রিটিশ শাসনের আগে থেকেই কোল উপজাতি বিহারের সিংভূম, মালভূম, ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ 'কোলহান' অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করত। কোলরা হো, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অন্যান্য আদিম জাতিগুলোর মতো কোলরাও ছিল কৃষিজীবী ও অরণ্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল।
- ১৮২০ তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছোটনাগপুরের শাসনভার গ্রহণ করলে কোলরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে কোলরা পোড়াহাটের জমিদার ও তার ইংরেজ সেনাপতি রোগসেসের বিরুদ্ধে **'চাইবাসার যুদ্ধে'** পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।
- পরবর্তীতে নতুন রাজস্ব নীতি অনুসারে সরকার চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে বিচার ও আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোল পরিবারের ওপর অত্যাচার শুরু করে, কোল সমাজের ঐতিহ্যে আঘাত হানা হয়। কোম্পানি ও তাদের সহযোগী জমিদার, মহাজন, ব্যাবসায়ীদের নানান শোষণ ও বঞ্চনা থেকেই ১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

এই বিদ্রোহের মূলে কয়েকটি কারণ ছিল উল্লেখযোগ্য

কোম্পানির নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে অঞ্চলের বহিরাগত 'দিকু' দের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার চলে যাওয়া, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং তা আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচার, জমি হস্তগত, নারী নির্যাতন, দেশীয় মদে উচ্চ কর, রাস্তা তৈরিতে বেগার শ্রমে বাধ্য করা, অনিচ্ছাকৃতভাবে আফিম চাষ করানো, কোম্পানির শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে কোলদের সামাজিক স্বাতন্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়, যার ফল এই বিদ্রোহ।

কোল বিদ্রোহের বর্ণনা

- বিদ্রোহ শুরু হলে রাঁচি, হাজারীবাগ, সিংভূম, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক আকার ধারণ করে। সিংরাই, বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুন্ডা প্রমুখের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। তারা নানা পদ্ধতিতে আশেপাশের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে দেয়।
- কোল বিদ্রোহের পাশাপাশি মানভূমের ভূমিহীন জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে বহিরাগত ইংরেজ কর্মচারী, জমিদার, জোতদার, মহাজন, ব্যাবসায়ী দের আক্রমণ করে, সরকারি কাছারি ও পুলিশ ঘাঁটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়।
- তাদের হাতে অনেক সাধারণ মানুষ নিহত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলকিনসনের নেতৃত্বাধীন বিশাল পুলিসবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হাজার হাজার কোল আদিবাসী নরনারীকে হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে।

কোল বিদ্রোহের বিশেষত্ব

1. এই বিদ্রোহে ওঁরাও, মুন্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতিরাও অংশ নিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। কারণ তারা মনে করত ইংরেজদের অত্যাচার থেকে মুক্তি স্বাধীনতার সমান।
2. ছোটনাগপুরের অরণ্যের অধিকার রক্ষার্থে কোল সহ সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি একত্রিত হয়েছিল।